

ইকুয়েটরিয়াল গিনির মাথাপিছু জিডিপি ৫০ হাজার ডলার

কাজী জাহিরুল ইসলাম

‘আরো একটি গিনি আছে, ইকুয়েটরিয়াল গিনি। ওদের মাথাপিছু জিডিপির পরিমান কত জান? ৫০ হাজার ডলার’ বললো সোরি। ‘অবিশ্বাস্য। বিস্ময়কর। কি বলছো তুমি?’ সোরি সাঙ্গারের বাড়ি গিনি কোনাজি। আমাদের বাজেট অফিসার। গিনি সম্পর্কে কিছু লিখতে আরো একবার উৎসাহিত হয়েছিলাম। সেটা ছিল গিনি বিসাউ। আমার আরেক সহকর্মী, এলিস শাখট, গিনি বিসাউয়ের সাবেক ফাস্ট লেডি। ‘আমার স্বামীকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।’ এলিস বলেছিল, ‘আমার জীবনের গল্প শোনাবো তোমাকে।’ কিন্তু শোনা হয়নি। ছুট করে ও বদলি হয়ে যায়। এখন হাইতিতে। সোরির সঙ্গে প্রায়শই নানান বিষয় নিয়ে খুনসুটি হয়। আফ্রিকার দারিদ্র্যই এর প্রধান বিষয়। কিন্তু ইকুয়েটরিয়াল গিনি? মাথাপিছু জিডিপি ৫০ হাজার ডলার!



ইকুয়েটরিয়াল গিনির একটি উপকূলীয় শহর

২০০২ এ মোট জিডিপির পরিমান ছিল ১ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫-এ এসে তা দাঁড়ায় ২৫ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন ডলারে। মাত্র তিন বছরে ২০ গুণ প্রবৃদ্ধি! এখন ওদের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার কুড়ি শতাংশ, বিশ্বে সর্বোচ্চ। কিন্তু গিনির মানুষ এর সুফল পাচ্ছে না। টাকার পাহাড় বানাচ্ছে দেশের স্বৈরশাসক ইকুয়েটরিয়াল গিনির প্রেসিডেন্ট কর্ণেল টিওডরো অবিয়ঙ গুয়েমা বাসোগো ও তার চেলারা। ১৯৭৯ সালে চাচাকে হটিয়ে দিয়ে অবিয়ঙ ক্ষমতা কেড়ে নেয়। সিংহাসন নিশ্চলক রাখতে সাবেক প্রেসিডেন্ট, স্বাধীন ইকুয়েটরের জনক, নিজের আপন চাচা ফ্রান্সিসকো মাসিয়াস গুয়েমাকে বুলিয়ে দেয় অবিয়ঙ। গুয়েমাও ছিল অত্যাচারী শাসক। অবশ্য তখন দেশ ছিল হতদরিদ্র। ওর পতনে দেশের

মানুষ হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু তার বদলে কি পেল? ফেড সম্প্রদায়ের ওই বিশেষ পরিবারটির হাতেই সবকিছু। ইকুয়েটরিয়াল গিনির হতদরিদ্র মানুষগুলো যেন রোদে পোড়া কয়লার ভাঙ্কর্য একেকটা। কত আশা ছিল, ওই দৈত্যটা যখন গেল, এবার হয়ত এক থাল কাসাভা অথবা দুবেলা ঠিকমতো আলুকো জুটবে। হয়ত সপ্তাহে এক আধদিন এক বাটি ঝোল কিংবা কপাল ভালো হলে এক টুকরো ক্যাপিতান মাছও পাতে পড়বে। হলোনা। সেই পুরোনো বোতলে নতুন মদ।

নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে উপকূলে আবিষ্কৃত হয় তরল সোনা, অফুরন্ত তেল সম্পদ। আর রাতারাতি বদলে যায় ইকুয়েটরিয়াল গিনির অর্থনীতি। ১৯৯৭ সালে হঠাৎ করে ৭১ দশমিক ২ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দেশটি। আফ্রিকার একমাত্র স্পেনিশ উপনিবেশ ইকুয়েটরিয়াল গিনি স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬৮ সালে। তখন থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত গুয়েমা-ই ছিল দন্ডমুন্ডের কর্তা, এরপরে অবিয়ঙ। তেল আবিষ্কারের পরে দেশকে আধুনিক রাষ্ট্র পরিণত করার বেশ কিছু উদ্যোগ নেয় অবিয়ঙ। তবে জাতীয় সম্পদ, বিশেষ করে তেলের বিষয়টি সম্পূর্ণ নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছে। অবিয়ঙের ভাষায়, তেলের বিষয়টি গোপনীয়। এ বিষয়ে জনগণের জানার অধিকার নেই। অবিয়ঙ দাবী করেন তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে ৯৯ শতাংশ এবং ২০০২-এর নির্বাচনে ৯৭ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয় অবিয়ঙ। নির্বাচনের এই ফলাফল নিয়ে পশ্চিমা নানান হাস্যকর রসিকতা করে। গুয়েমার পতনের পর দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক পাড়ি জমায় ভিনদেশে। ওরা গড়ে তুলেছে ইকুয়েটরিয়াল গিনির প্রবাসী সরকার। শুরু থেকেই লুটপাটের স্বর্গ ছিল গিনি। তেল আবিষ্কারের পরে তা আরো বেড়ে যায়। ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের হিসেব মতে এই দেশটি সবসময়ই সেরা দশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে আছে। ৫ লক্ষ ৫১ হাজার (২০০৭) লোকের ছোট্ট একটি দেশ ইকুয়েটরিয়াল গিনির মোট আয়তন ২৮ হাজার বর্গকিলোমিটার। জনগণের শতকরা ৮৫জন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। গড় আয়ু ৫০ বছর। দাপ্তরিক ভাষা স্পেনিশ এবং ফরাসি হলেও স্পেনিশ ভাষায়ই বেশিরভাগ লোক কথা বলে। জনসংখ্যার অধিকাংশই ক্যাথলিক খ্রিস্টান। ইকুয়েটরিয়াল গিনির ভূ-গোল বড় বিচিত্র। দেশের রাজধানী মালাবো আটলান্টিকের বুকে ভাসমান বিয়োকো দ্বীপে অবস্থিত যা মূল ভূ-খন্ড থেকে কয়েক 'শ মাইল দূরে। মূল ভূ-খন্ডে অবস্থিত লিটোরাল প্রদেশের রাজধানী বাটা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। বিয়োকো দ্বীপে রয়েছে তিনটি অগ্নিগিরি, যেগুলির উচ্চতা যথাক্রমে ৯৮৭৬, ৭৪১৬ এবং ৬৮৮৫ ফুট।

ইকুয়েটরিয়াল গিনি অসহ্য গরমের দেশ হলেও হাজার হাজার মার্কিনী পর্যটক সারা বছর ধরেই ভিড় করে ওখানে। পৃথিবীর একমাত্র দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে দেশের নাগরিকদের ওখানে যেতে কোন ভিসা লাগে না। পিগমিদের দেশ বলেই খ্যাত ছিল ইকুয়েটরিয়াল গিনি। সপ্তদশ শতকে ফেড এবং বুবি সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে এখানে। এখন পিগমিদের কোন অস্তিত্বই নেই। ফেডরা মূল ভূখন্ডে রয়ে গেলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বুবিরা পাড়ি জমায় ফার্নান্দো পো দ্বীপে, পরবর্তিতে যে দ্বীপের নামকরণ হয় বিয়োকো। ফেড এবং বুবি ছাড়াও আরো বেশ কটি সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে ইকুয়েটরিয়াল গিনিতে, সংখ্যালঘু এই সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে: অন্তোবন, দোয়ে, কোম্বো এবং বুজেবাস। একমাত্র ফেড ছাড়া আর কারো কোন পান্ডা নেই, যদিও ইকুয়েটোগিনিয়ান নামে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার সাম্প্রতিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

লেখক: কবি, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পেশাজীবী

Email: qjohir@yahoo.com

